www.prepp.in

Prepp
Your Personal Exams Guide

UPSC CSE 2020 MAINS PAPER A JANUARY 16, 2021 BENGALI COMPULSORY LANGUAGE QUESTION PAPER

বাংলা

(আবশ্যিক)

সময় : 3 ঘণ্টা

পূর্ণাঙ্ক : 300

প্রশ্নপত্র-সংক্রান্ত আবশ্যিক নির্দেশাবলী

উত্তর লেখার পূর্বে নিম্নে প্রদত্ত নির্দেশগুলি যত্ন সহকারে পড়ুন

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

প্রশ্ন/প্রশ্নাংশের জন্য নির্ধারিত মূল্যাঙ্ক দেওয়া হয়েছে।

অন্য কোনো নির্দেশ না থাকলে প্রশ্নের উত্তর বাংলা অক্ষরে লিখতে হবে।

কোনো প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যা দেওয়া থাকলে তা মান্য করতে হবে। উত্তরের শব্দসংখ্যা নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যার চেয়ে খুব বেশি বা খুব কম হলে নম্বর কাটা যাবে।

প্রশ্নোত্তর পুস্তিকার পৃষ্ঠা বা পৃষ্ঠার অংশ খালি থাকলে পরিষ্কারভাবে কেটে দিতে হবে।

BENGALI

(Compulsory)

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 300

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions

All questions are to be attempted.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answer must be written in BENGALI (Bengali script) unless otherwise directed in the question.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to and if answered in much longer or shorter than the prescribed length, marks may be deducted.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

Prepp Your Personal Exam Guide

www.prepp.in

Prepp
Your Personal Exams Guide

1. নিম্নলিখিত যে কোনো **একটি** বিষয়ে *600* শব্দের প্রবন্ধ রচনা করুন : 100

(a) ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা

(b) ভারতীয় কৃষক আইন, 2020-এর প্রাসঙ্গিকতা

(c) জাতীয় শিক্ষা নীতি (NEP), 2020-র চ্যালেঞ্জ

(d) বর্তমান সময়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-র ব্যবহার

2. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং যে-সকল প্রশ্ন পরে করা হয়েছে তার উত্তর সংক্ষেপে, স্পষ্ট ও শুদ্ধ ভাষায় লিখুন : 12×5=60

জীবন ও পরিবেশ নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। সমগ্র জীবজগতের প্রতিটি জীবের জীবন পরিবেশের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। সুতরাং আমাদের মন, শরীর, ক্ষমতা, শক্তি এবং অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবেশের মধ্যে বিকশিত ও মজবুত হয়। প্রকৃতপক্ষে জীবন এবং পরিবেশ এত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত যে উভয়ের সহাবস্থান অপরিহার্য।

প্রকৃতির উপহারস্বরূপ পরিবেশ হল আমাদের প্রতিরক্ষামূলক ঢাল যা আমাদের জীবনদান ও লালন-পালন করে।

পরিবেশের উৎসগুলি প্রকৃতির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। প্রকৃতি প্রচুর পরিমাণে ভূমি, অরণ্য, পাহাড়, নদী, ঝর্ণা, মরুভূমি, খোলা মাঠ এবং উপত্যকা, বর্ণময় পশুপাখি এবং স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ জলের নদ-নদী ও জলপ্রবাহ প্রদান করেছে। এগুলির সঙ্গে শীতল সুবাসিত বাতাস, বর্ষণে জীবন সমৃদ্ধ করা মেঘও প্রকৃতির অঙ্গ। প্রকৃতির এই দানসমূহ মানবজীবনকে শান্তি ও সমৃদ্ধশালী করতে এক সুষম পরিবেশ গড়ে তোলায় সহায়তা করে। তবে এই প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য দ্রুত নষ্ট হচ্ছে।

অবাক করার মতো বিষয় এই যে, মানুষ প্রকৃতির দানকে চিন্তাভাবনা না করে অন্ধভাবে ব্যবহার করছে, ফলে পুরো পরিবেশ, বাস্তুতন্ত্র ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে। সেই দিন আসতে আর বেশি দেরি নেই, যখন শত-শত বছরের পুরনো বরফযুগ আবার ফিরে আসবে কিংবা মেরু অঞ্চলের পুরু বরফের স্তরগুলি গলে গিয়ে ধ্বংসাত্মক তরঙ্গ শহর, অরণ্য, পাহাড়, প্রাণী এবং কীটপতঙ্গকে গ্রাস করবে। অবশ্যই, এই পরিবেশ দূষণ ও তার ভারসাম্যহীনতা আমাদের অপকর্ম ও নিজস্ব সৃষ্টির ফল। এই ভারসাম্যহীনতার কারণে ভূমি, বায়ু, জল, শব্দ-দূষণ তৈরি হয়। পরিবেশ দূষণের ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের রোগ, হার্ট ও পেটের রোগ, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তিহীনতা, মানসিক উত্তেজনা ও অন্যান্য স্ট্রেস-সম্পর্কিত রোগ হয়ে থাকে। আমরা সকলেই জানি যে, মানুষের বেঁচে থাকার জন্য জীবন এবং প্রকৃতির মধ্যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য অপরিহার্য। উদ্ভিদ দ্বারা যাতে পৃথিবী পুরোপুরি আচ্ছাদিত না হয়ে পড়ে তা নিশ্চিত করার জন্য যেমন সমান সংখ্যক তৃণভোজী প্রাণী রয়েছে তেমনি তৃণভোজী প্রাণীর সমানুপাত রক্ষার জন্যও সমসংখ্যক মাংসাশী প্রাণী রয়েছে। এইরূপে এই তিনটির অনুপাত ভারসাম্যপূর্ণ এবং নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রয়েছে। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন, শিল্পকর্ম, উন্নয়ন ও প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যার বিস্ফোরণও ঘটেছে।

(a) "জীবন ও পরিবেশ নিবিড়ভাবে সংযুক্ত।"—মন্তব্যটি ব্যাখ্যা করুন।

(b) প্রকৃতি এবং পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক কী?

(c) প্রকৃতির ভারসাম্য কীভাবে পরিবেশ তৈরি করে?

(d) পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার ফলে কী কী বিপদ ঘটতে পারে?

(e) পরিবেশ দূষণজনিত রোগগুলি কী কী?

3. নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদের সারাংশ নিজের ভাষায় এক-তৃতীয়াংশ শব্দে লিখুন। অনুচ্ছেদের কোনো শিরোনাম দেবার প্রয়োজন নেই : 60

ভারতের ঐক্য ও স্বাধীনতা একই চিত্রের দুই দিক। আমাদের ঐক্য যদি আমাদের হাত থেকে সরে যায় তবে ভারতের স্বাধীনতাও উন্মুক্ত দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। সুতরাং প্রতিটি ভারতীয়ের সর্বাগ্রে উচিত কর্তব্য হল দেশের জাতীয় ঐক্য রক্ষার অঙ্গীকার করা। ভারতে জাতীয় সমস্যাগুলি ভাষা সমস্যার চেয়ে গুরুতর। জাতীয় ঐক্য রক্ষার জন্য যদি আমাদের কোনো অবমাননা সহ্য করতে হয় তবে আমাদের অবশ্যই সেই অবমাননার মুখোমুখি হতে প্রস্তুত থাকতে হবে। জাতীয় ঐক্য রক্ষার স্বার্থে যদি আমাদের কোনো অন্যায়-অবিচার সহ্য করতে হয় তবে সেই অন্যায়-অবিচার মোকাবিলা করার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এগুলি সহ্য করা উচিত কারণ যখন ভারতবর্ষ রাষ্ট্র হিসেবে শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল হবে তখন কোনো বাহ্যিক শক্তি তাকে অবমাননা করতে পারবে না। এই জাতীয় পদক্ষেপের দ্বারা জাতির একটি অংশ জাতির অন্যান্য অংশের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করার সাহস করবে না। যদি আজ আমাদের আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল হয় তবে অভ্যন্তরীণ কোন্দলও শেষ হবে। এমনকী অভ্যন্তরীণ কোন্দল অব্যাহত থাকলেও রাজ্যগুলির মধ্যে অতীতের মতো কোনো তিক্ততা থাকবে না কারণ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি মানুষের মনোভাবকে চাঙ্গা করবে।

জাতীয় ঐক্য রক্ষার পাশাপাশি আমাদের অন্যান্য দায়িত্ব হল আমাদের সেই জাতীয় ধারণাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা যার জন্য দেশ তার স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছিল। 73 বছর আগে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তবে আমাদের এখনও আরও অনেক লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। স্বাধীনতার অর্থ কেবলমাত্র যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যগ্রহণ বা শিল্পস্থাপনের সক্ষমতা অর্জন নয়। স্বাধীনতার অপরিহার্য অর্থ আত্মার মুক্তি এবং মানুষের স্বাধীনতা, যাতে একটি জাতি তার স্বাতন্ত্র্যের সামগ্রিক ভাব প্রকাশ করতে পারে। ক্ষুধার্ত ব্যক্তির সামনে দর্শনের বাণী শোনানো বৃথা।

ভারত কোনো নতুন রাষ্ট্র নয়। যে ভাষাটির মাধ্যমে ভারতের সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছিল তা পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ভাষা। যে বইটিকে ভারতের সর্বাধিক প্রাচীন গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয় সেটিও এমন একটি বই যা সমগ্র মানবতার অন্যতম প্রাচীন পুস্তক হিসেবে পরিগণিত। বহু বিদেশী আগ্রাসনের পরেও ভারত তার সাংস্কৃতিক অতীত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে অস্বীকার করেছিল। অতীতের প্রতি ভারতের ভালোবাসাকে নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা বা বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি ছিনিয়ে নিতে পারেনি। বিগত 250 বছর ধরে আমাদের সামনে যা পরিবেশিত হয়েছে কেবলমাত্র সেটাই সত্য নয়। এটাও সত্য যে, জ্ঞানের অনেক উপাদান গত 6000 বছর ধরে বিকশিত হয়েছে। ভারতের শুধুমাত্র বস্তুগত সমৃদ্ধির প্রয়োজনই নেই, তার সাথে প্রয়োজন প্রাচীন ঐতিহ্যের সত্য যা নৈতিক এবং যা আত্মার দুর্নীতিকে অন্যায় বলে বিবেচনা করে।

বিশ্বের বেশির ভাগ দেশগুলিতে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি আবির্ভাব হওয়ার পর থেকেই পুরনো মূল্যবোধ এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিরোধ বেধেছে। বর্তমানে বেশির ভাগ দেশগুলিতে অতীত পরাজিত হয়েছে এবং বর্তমানই জয়ী হয়েছে। সেখানে ভারত একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে অতীত বর্তমানের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে লড়াই চালাচ্ছে। তবে ভারতের প্রাচীন জ্ঞান দুর্বল বা পুরনো নয়। ভারত সর্বদা বর্তমানকে সঙ্গে নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে গেছে। ভারত সর্বদা তার নিজস্ব পথে অগ্রসর হয়েছে। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, তিলক, অরবিন্দের মতো মহান ব্যক্তিত্বরা সকলেই প্রাচীন জ্ঞানের পক্ষে ছিলেন এবং প্রাচীন জ্ঞানকে বর্তমানের সঙ্গে মিলিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী সর্বপ্রথম অতীতের মূল্যবোধগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আচার্য বিনোবা ভাবে অতীতের লেন্সের মধ্য দিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখেছিলেন। আধুনিক হয়েও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রাচীন জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ সমর্থক। আজও আমরা আমাদের অতীতকে পরিত্যাগ করিনি। অতীত আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।

(*477* শব্দ)

www.prepp.in

Prepp
Your Personal Exams Guide

4. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটির ইংরেজি অনুবাদ করুন : 20

এটা জীবনের সত্য, আপনি হাঁটার সময় যদি সতর্কতা অবলম্বন না করেন তবে আপনি একটি খানা বা কর্দমাক্ত গর্তে পড়ে যেতে পারেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রেও একথা সত্য। আমরা যদি বিজ্ঞানকে মানুষের কল্যাণ এবং অগ্রগতিতে ব্যবহার করি তবে সেটা আশীর্বাদ হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে কেউই বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু বিজ্ঞানকে যদি ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার করা হয় তবে কোনো সন্দেহ নেই যে সেটা ক্ষতিকারক হবে এবং মানবতার অভিশাপে পরিণত হবে। যদিও বিজ্ঞান আমাদের ব্যবহারিক জীবনে সুযোগ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করে তবুও বিজ্ঞান তার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার কারণে আমাদের মানসিক সুখ ও শান্তি দিতে ব্যর্থ। বস্তুগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এখন ব্যস্ত ও যান্ত্রিক হয়ে পড়েছে। ফলে, বিজ্ঞানের সমৃদ্ধিতে মানুষ তার আন্তরিক সুখ ও শান্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নৈতিক মূল্যবোধ ও মানবিক গুণগুলি হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষের ভুলেই এসব হচ্ছে, যারা বিজ্ঞানকে অপব্যবহার করছে এবং নিজেদেরকে একটা বড়ো সংকটে ফেলছে। মারাত্মক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেরই ফল।

কোনো সন্দেহ নেই, কেবলমাত্র মানুষ যখন তার আত্মকেন্দ্রিকতাকে পরিত্যাগ করে বিজ্ঞানের উন্নতির ধারাকে মানবসমাজের উপকারে ব্যবহার করবে, তখনই বিজ্ঞান মানবসমাজের প্রগতি ও কল্যাণের সহায়ক হবে।

5. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটি বাংলায় অনুবাদ করুন : 20

One of India's greatest musicians was M. S. Subbulakshmi, affectionately known to most people as 'MS'. Her singing brought joy to millions of people not only in all parts of our country, but in other countries around the world as well. In October 1966, MS was invited to sing in the great hall of the General Assembly of the United Nations in New York, while representatives of all the member countries listened. This was one of the greatest honours ever given to any musician. For several hours MS kept that international audience spellbound with the beauty of her voice and her style of singing; when the concert was over, the entire audience stood up and clapped as a sign of their appreciation of not only the singer but of the great music that she had carried with her from an ancient land. India could not have had a better ambassador. MS was the first musician ever to be awarded the 'Bharat Ratna', India's highest civilian honour. She was the first Indian musician to receive the Ramon Magsaysay Award in 1974 with the citation reading "exacting purists acknowledge Shrimati M. S. Subbulakshmi as the leading exponent of classical and semi-classical songs in the Carnatic tradition of South India".

6. *(a)* বিপরীতার্থক শব্দ লিখুন : 2×5=10

(i) অনিত্য

(ii) স্বৈরাচার

(iii) অলীক

(iv) ত্যাজ্য

(v) ঈদৃশ

Prepp
Your Personal Exams Guide

(b) বিশিষ্টার্থে বাক্যে প্রয়োগ করুন : 2×5=10

(i) আক্কেল সেলামি

(ii) পঞ্চমুখ

(iii) মগের মুলুক

(iv) কেঁচে গণ্ডূষ

(v) আগুন নিয়ে খেলা

(c) বিশেষ্যকে বিশেষণে এবং বিশেষণকে বিশেষ্যে প্রয়োগ করুন : 2×5=10

(i) উদ্যোগী

(ii) জাগতিক

(iii) সংস্কৃত

(iv) দিন

(v) বিজ্ঞাপন

(d) অশুদ্ধি সংশোধন করুন : 2×5=10

(i) বক্ষমান

(ii) বিরোধীতা

(iii) দুর্ব্যাবহার

(iv) প্রতিযগীতা

(v) ব্যাথিত

★★★

www.prepp.in